বি.কে.প্রোডাক্সন্স্-এর নিবেদন

কাল স্রোত

পরিচালনা
সুশীল মজুমদার

সংগীত
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বি.কে.প্রোডাক্সন্স্-এর নিবেদন

কাল স্রোত

পরিচালনা-সুশীল মজুমদার

সংগীত-মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র সংগীত পরিচালনা :
অনাদি দস্তিদার
কাহিনী ও চিত্রনাট্য :
বিনয় চট্টোপাধ্যায়
গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত
আলোক চিত্রশিল্পী :
সন্তোষ গুহ রায়
সহযোগী আলোক চিত্রশিল্পী :
রনজিৎ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
শব্দগ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জি
বহির্দৃশ্য : সুজিত সরকার

সংগীতে : শৈলেশ রায়
আলোকচিত্রে : বীরেন মুখার্জি
দুলাল দাস
সম্পাদনায় : হরিনারায়ণ মুখার্জি
কালিপদ রায়
শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ
বীরেন নস্কর, বাদল
শিল্প নির্দেশে : বুদ্ধদেব ঘোষ
ব্যবস্থাপনায় : সুনীল দত্ত, ত্রিনাথ
বণিক, অমূল্য শীল
রূপসজ্জায় : গোপাল হালদার,
শম্ভু দাস, বিজয় নন্দন

কণ্ঠ সংগীতে :

সন্ধ্যা মুখার্জী, প্রতিমা মুখার্জি
রবীন্দ্র সংগীত : উষা সেনগুপ্ত
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : লরেটো কন্-
ভেন্ট, খুকু সেনগুপ্ত, সবিতাব্রত বসু,
বিশু ঘোষ, সলিল ঘোষ (রাঁচি),
এস. পি (২৪ পরগণা), রাসবিহারী
চ্যাটার্জি (এলাচি), ও সি (সোনার-
পুর), বরদাপ্রসন্ন স্কুল (গড়িয়া),
গ্রন্থভারত (রাসবিহারী এভিন্যু)।
স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ

সংগীত গ্রহণ ও শব্দ-
পুনর্যোজনা :
শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্প নির্দেশ : সুনীতি মিত্র
পট-শিল্প :
কবি দাশগুপ্ত
ব্যবস্থাপনা :
পরেশ চক্রবর্তী
রূপসজ্জা : মদন পাঠক
স্থির চিত্র :
স্টুডিও পিক্সস্
প্রধান কর্মসচিব
পারিজাত বসু

সহকারী বৃন্দ :

পরিচালনায় : ননী মজুমদার
রনজিৎ বিশ্বাস, নিত্য কর

সোসাইটিতে আর সি এ শব্দযন্ত্রে
গৃহীত এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরে-
টারীতে পরিস্ফুটিত।
প্রচার পরিচালনা : অমল সেন।

চরিত্রচিত্রণে :

অনিল চ্যাটার্জি, বিকাশ রায়, অসিত-
বরণ, পাহাড়ী সান্যাল, রবীন মজুম-
দার, দ্বিজু ভাওয়াল, ডি জি, নৃপতি
চ্যাটার্জি, কৃষ্ণধন মুখার্জি, বীরেন
চ্যাটার্জি, মিহির ভট্টাচার্য, আশীষ
মুখার্জি, অশোক মুখার্জি, খগেন
পাঠক, প্রীতি মজুমদার, মাঃ বাসুদেব,
মাঃ ভুটু, মাঃ তরুণ, মাঃ সতু ও
পারিজাত বসু, এবং সন্ধ্যারানী, মঞ্জু
দে, ললিতা চ্যাটার্জি, সুমিতা সান্যাল,
অনুভা গুপ্তা, শিপ্রা মিত্র ও ভারতী
দেবী।

কাহিনী

বহমান কালের স্রোতে দ্রুত পরি-
বর্তমান ঘটনা; মানুষের ন্যায়, নীতি,
বিবেক, অপরাধবোধ মুহূর্তে মুহূর্তে
নতুন রূপে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কাল-
স্রোত সেই উজ্জ্বল মানবিক বোধের
প্রতিচ্ছবি মাত্র।

জমিদার ভবতারণ রায়ের প্রথমা স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেন ভবতারণ। দ্বিতীয়া স্ত্রী-র স্নেহ যত্নে ক্রমশ বড় হ'তে থাকে সুনীল; তার দুরন্তপনা বেড়ে ওঠে ক্রমশ। ভবতারণ চান ছেলেকে শাসন করতে, বাধা দেন সুনীলের সৎ মা, যাকে সে নিজের মা বলেই জেনে এসেছে। উত্তেজনায় স্ত্রী-কে ভৎর্সনা করেন ভবতারণ : "নিজের ছেলে হলে এমনি ক'রে আদর দিয়ে বাঁদর করতে পারতে না!" ছোট্ট সুনীলের কাছে এ-আঘাত অপ্রত্যাশিত। ক্ষোভে, আবেগে জ্ঞান-শূন্য সে সৎ-মার কাছে জানতে চায় তার মাতৃ-পরিচয়। সৎ-মা প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন; ফল হয় না। ছেলেকে শাসন করেন ভবতারণ, যন্ত্রণায় মূক হ'য়ে যান তাঁর স্ত্রী। নিজের ভুল বুঝতে পারেন ভবতারণ। কিন্তু বন্ধ ঘর থেকে ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হন তিনি। সুনীল অদৃশ্য.....সুনীল নেই.....

সুনীলের আকস্মিক অন্তর্ধানে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ভবতারণের স্ত্রী। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা যায় তিনি সন্তান-সম্ভবা.....

আবার দ্রুত পট-পরিবর্তন। মাঝের কাহিনী

রহস্যময়.....। দেখা গেল সুনীলকে রক্ষা করে এক সন্ন্যাসী তাকে দারোগা অবিনাশের কাছে সমর্পণ করলেন। অপত্য-স্নেহে নিজের ছেলে দীনেশের সঙ্গে এই পরিচয়-হীন ছেলেটিকে লালন-পালন করতে লাগলেন অবিনাশ ও তাঁর স্ত্রী।

কলকাতায় বদলি হলেন অবিনাশ। সুনীল ও দীনেশ ভর্তি হয় স্কুলে। হেডমাস্টার গুরুসদয় অবিনাশের বন্ধু; সুনীলের মেধায় মুগ্ধ হন তিনি। এরপর অবিনাশ যখন কলকাতা থেকে বদলি হলেন, স্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও, ছেলে দু'টিকে জোর ক'রে নিজের বাড়িতে রেখে দিলেন তিনি। গুরুসদয়ের একমাত্র সন্তান রমলার সঙ্গে পারস্পরিক প্রীতির মধ্যে তাদের দিন কাটতে লাগল।.....

এম এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম হয়ে শিল্পপতি বিনোদ হাজরার অধীনে চাকরি পেল সুনীল। দীনেশও বি এ পাশ ক'রে কাজ নিল পুলিশ বিভাগে।

সুনীল ও রমলার দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গতা ইতিমধ্যে ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। এ-তথ্য অজানা রইল না কারো কাছে। কিন্তু তাঁদের মিলনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন রমলার মা। রমলার পিসীমা ও পিসেমশাই চান দু'জনের বিয়ে হোক। সুনীল চাকরি পাবার পর তাদের আগ্রহে আলাদা বাসা নিল। আর, যেতে হলো দেশের বাড়িতে।

এদিকে, তার মা অন্যত্র বিয়ের চেষ্টা ও জোগাড় করতে থাকায় উদভ্রান্ত রমলা তার পিসেমশায়ের সাহায্যে একটা চাকরি জোগাড় ক'রে চলে গেল কলকাতার বাইরে...

দীর্ঘ পনের বছর পরে দেশে ফিরে সুনীল তার অনুতপ্ত বাবা ও মা-কে দেখল, দেখল তার সরল, স্নিগ্ধ, ছোট বোন নীলাকে। ভবতারণ ও তাঁর স্ত্রী পনের বছর পুত্রের অদর্শনে, অভাবে মুহ্যমান ও প্রায়-বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, সুনীলকে ফিরে পেয়ে তাঁরা বিহ্বল হ'য়ে পড়েন। আকস্মিক আনন্দের এই আবেগ সামলাতে পারলেন না ভবতারণ, তাঁর মৃত্যু হলো।.....

মা ও বোন নীলাকে সুনীল কলকাতায় নিয়ে এলো। দীনেশ ও নীলা পরস্পরকে ভালোবাসল।.....

শান্ত, সুখী এই পরিবারটিকে ভালো লেগেছিল বিনোদ হাজরারও। ভালো লাগল সুনীলের মাকে, ভালো লাগল লীলার প্রতি বিনোদ হাজরার স্নেহের কদর্থ দিন। কিন্তু.....

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ঘনিয়ে এল আকস্মিক দুর্যোগ। লীলার প্রতি বিনোদ হাজরার স্নেহের কদর্থ করল তার প্রণয়িনী দীপালি রাহা। ভুল বুঝলো সুনীলও; বিক্ষুব্ধ সে ঝগড়া করল বিনোদের সঙ্গে।... এই রকম দুর্যোগে হঠাৎ নিহত হলেন বিনোদ হাজরা। হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো সুনীলকে.....কিন্তু বিচারে.....

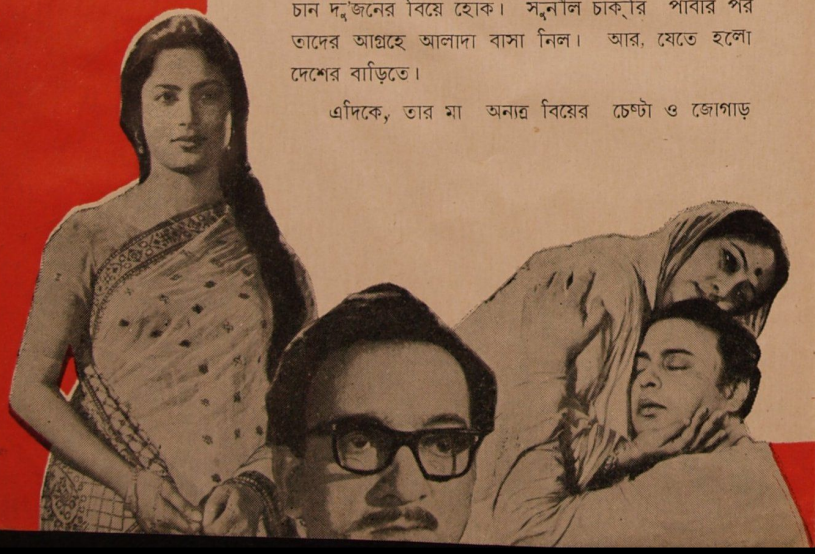

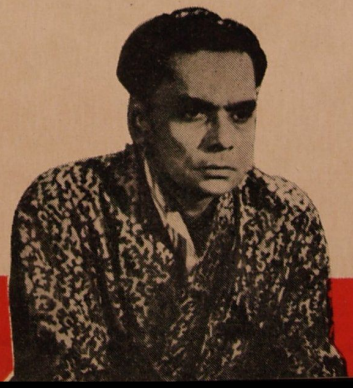

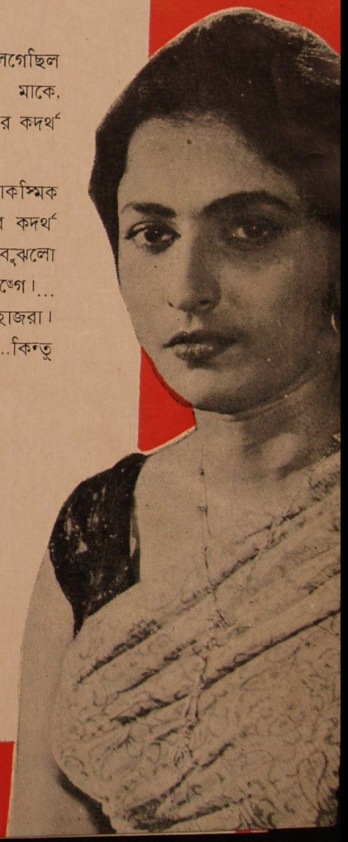

সংগীত

১

দুটি আঁখি কোণে
কার ছায়া দোলে
মধুমালতী গো তুমি
জানো না কি
দূরে গিয়ে দেখি
সে যে তবু কাছে
সুরে সুরে যেন (ওগো)
বাঁধা হয়ে আছে
কাছে এলে লাজে সরে থাকি
মধুমালতী গো তুমি
জানো না কি॥
নিজেরে লয়ে যে
(ওগো) একী খেলা
আমি খেলে যাই সারা বেলা
কিছু অনুরাগে
কিছু অভিমানে
মাঝে মাঝে সে যে কেন
ব্যথা বয়ে আনে
হাসি দিয়ে আমি
তারে ঢাকি॥

২

মনের মাঝে যে মন আমার
জানুক আমায়
তোমার ব'লে
কাঁদাও যদি কাঁদবো আমি
হাসবো তোমার
ইচ্ছা হ'লে॥
চাওয়া পাওয়ার ভাবনা গুলো
নিক না তোমার
পায়ের ধুলো
এই জীবনের সব কটি পথ
মিলুক তোমার
পথের কোলে॥
অনেক বোঝার গরব আমার
লুটিয়ে দাও
ভুল যা আছে ফুলের মত
ফুটিয়ে দাও।
আমার আলো,
আমার ভালো
তোমার ভালোয়
হোক না আলো।
সব কামনা একটি প্রেমে
শত ধারায় পড়ুক গ'লে॥

৩

সন্ধ্যা বেলা একটি তারা
আকাশ তাকে গল্প বলে
সারাটি রাত তার ঘরে যে
রূপ কাহিনীর
প্রদীপ জ্বলে॥
সেই প্রদীপের আলো
তোমায় যায় ডেকে
বন্ধু আমার আসবে
ভাবি তাই দেখে
গল্পে তখন
রাজার কুমার
আসছে ভেসে
মেঘের তলে॥
ঘুমের পরী হয়তো
তখন আনমনে
ময়ূর পাখা মেলে দিয়ে
চুপটি করে তাই শোনে॥
সেই কাহিনীর শেষে
যেন পাই দেখা
বসে আছি তোমার আশে
তাই একা
গল্পে তখন রাজার কুমার
ফুলের মালা পরায় গলে॥

৪

এই দুখের ঘরে আসবে
সেই দুখের রাজা
ওগো আজ সব
হারানোর শঙ্খ বাজা॥
এবারে তুই চোখের জলে
ধুয়ে নে মন
সেইখানে সে পাতবে যে
তার দয়ারই আসন
নাই থাকে ফুল
কাঁটালতায় দুয়ার সাজা॥
যে জ্বালা তোর জ্বলছে
প্রাণে তাইতে এবার
লগ্ন এলো পূজার প্রদীপ
জ্বালিয়ে নেবার
মনো বীণে তাই সে
আঘাত হেনে অমন
কাছে ডাকার সুর
তুলেছে সারাজীবন
তার পায়ে দিস ভাঙ্গা
বুকের বেদনা যা॥

রবীন্দ্র সঙ্গীত

কি পাইনি তারি
হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজি
আজ হৃদয়ের
ছায়াতে আলোতে
বাঁশরি উঠেছে বাজি॥
ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে
ভালোবেসেছিনু
সেই স্মৃতি মনে আসে
ফিরে ফিরে
কত বসন্তে, দখিন সমীরে
ভরেছে আমারি সাজি॥
নয়নের জল গভীর গহনে
আছে হৃদয়ের স্তরে
বেদনার রসে গোপনে গোপনে
সাধনা সফল করে॥
মাঝে মাঝে বটে
ছিঁড়েছিলো তার
তাই নিয়ে কেবা
করে হাহাকার
সুর তবু লেগেছিলো
বারে বার মনে পড়ে
তাই আজি॥

স্কাপস্ ফিল্মস্-এর পরিবেশনায় আগামী ৩টি চিত্র

নতুন তীর্থ
গড়ে ওঠা সহর
চৈতালী

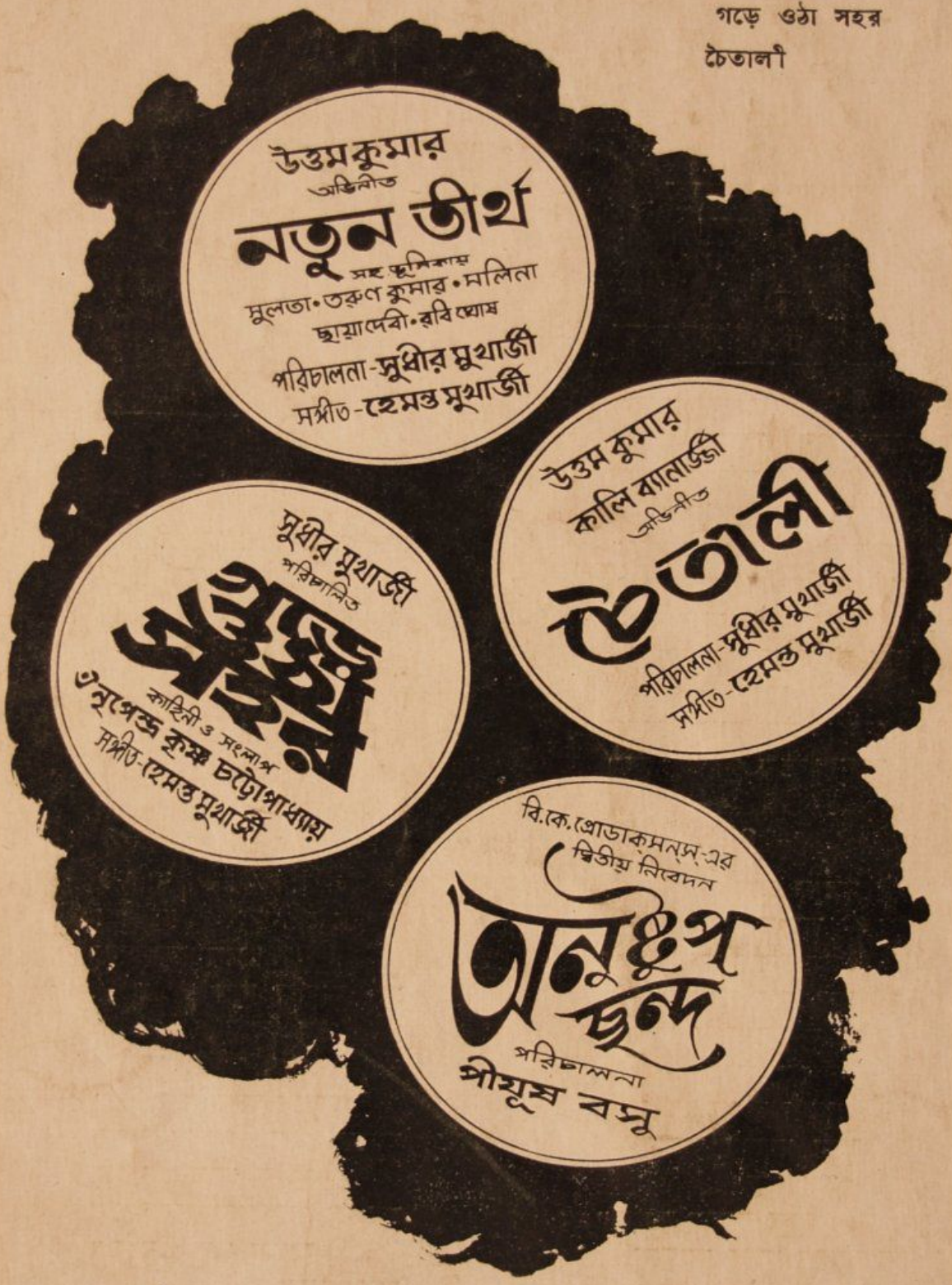

বি. কে. প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন অনুষ্টুপ ছন্দ

স্কাপস্ ফিল্মস প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে প্রচার পরিচালক অমল সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মুদ্রিত